দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 30 2002
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

'ডা. এমআর খান এ্যান্ড আনোয়ারা ট্রাস্ট' পদক বিতরণীতে রাষ্ট্রপতি

চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চিকিৎসা, শিক্ষা, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য দেশের শিল্পপতি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তিনি বলেছেন, জনগণের সহযোগিতা ছাড়া দরিদ্র দেশের সরকারের একার পক্ষে এ সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়।

গতকাল শুক্রবার ডা. এম আর খান এ্যান্ড আনোয়ারা ট্রাস্টের স্বর্ণপদক বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল, বরকতউল্লাহ বুলু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমএ হাদী, ট্রাস্টের সদস্য সচিব ওবায়দুল কবীর খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ডা. এম আর খানের সহধর্মিনী, ট্রাস্টের সদস্য আনোয়ারা খানও উপস্থিত ছিলেন। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গত ২০০০ সালের জন্য অধ্যাপিকা ড. সুলতানা সারওয়াত আরা জামান এবং ২০০১ সালের জন্য মিস ভেলরি এ টেইলরকে স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়া হয়। মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার স্বীকৃতি হিসাবেই তাদেরকে দেয়া হয় এই স্বর্ণপদক। রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁদের গলায় এই পদক পরিয়ে দেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তৃতায় যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করার জন্য ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ বর্তমানে প্রতিবন্ধী। অথচ এত বিপুল সংখ্যক অসহায় মানুষের জন্য খুব কম সংখ্যক লোকই কাজ করছেন। অধ্যাপক সুলতানা জামান এবং মিস ভেলরি এ টেইলর তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সে বিবেচনায় এদেরকে সম্মানিত করে ডা. এম আর খান এ্যান্ড আনোয়ারা ট্রাস্ট সঠিক কাজটিই করেছে।

ওসমানী মিলনায়তনে ডা. এমআর খান ও আনোয়ারা ট্রাস্ট স্বর্ণপদক গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি এবং ডা. এমআর খানের সঙ্গে ভেলরী এ টেইলার এবং ড. সুলতানা সারওয়াৎ জামান —জনকণ্ঠ

রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা ছাড়াও শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে দেশের ধনাঢ্য শিল্পপতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে একা সরকারের পক্ষে

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

চিকিৎসা, শিক্ষা,

(১২-এর পাতার পর)

সবকিছু করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি জনগণও যদি এগিয়ে আসে তাহলে অনেক বড় সমস্যারও সমাধান সহজ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি দানবীর আরপি সাহার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর আহ্বানের প্রেক্ষিতে একটি বেসরকারী সংগঠন ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্পোর্টস ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও তিনি জানান।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান রোগীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য দেশের চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ডাক্তারি হচ্ছে এমন বিরল একটি পেশা যেখানে অর্থের পাশাপাশি দোয়াও পাওয়া যায়। এ জন্য চিকিৎসকদের কেবল রোগীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হলেই চলে। তিনি এসব বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য সকল চিকিৎসকের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তির পর অধ্যাপক সুলতানা জামান এবং মিস ভেলরি এ টেইলরও তাঁদের মুগ্ধ অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁরা উভয়েই প্রতিবন্ধীদের সেবায় আরও কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত এ সম্মানের কৃতিত্ব তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সকল সহকর্মীর বলে উল্লেখ করেন।